পূর্ববর্তী বুযুর্গদের লজ্জাশীলতার ঘটনাবলী

31-December-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً ثَمَرُهَا اَكْبَرُ مِنَ التُّفَّاحِ، وَاَصْغَرُ مِنَ الرُّمَّانِ.اَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ.وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ، وَاَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ.وَاَغْصَانُهَا مِنَ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ.وَجُذُوْعُهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَوَرَقُهَا مِنَ الزَّبَرْجَدِ لَا يَاْكُلُ مِنْهَا اِلَّا مَنْ اَكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ: আল্লাহ পাক জান্নাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করবেন, যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের

চেয়ে নরম, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধময় । ঐ বৃক্ষের শাখা গুলো হবে মুতির, শিখর হবে স্বর্ণের এবং পাতা হবে পদ্ম রাগের। ঐ বৃক্ষের ফল শুধু তারাই খেতে পারবে যারা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করে।

(আল হাভী লিল ফাতাওয়া ২/৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বয়ানে আমরা বুযুর্গগণের সম্মান ও মর্যাদা সম্পকীর্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করবো। যেমনিভাবে,

তাদেরকে তো ফিরিশতারাও লজ্জা করতো

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার চাদর জড়িয়ে নিজের বিছানায় উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময় আমীরুল মুমীনিন আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন, অতঃপর তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন এবং তিনি চলে গেলেন, তখনো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চাদর জড়িয়েই বসে ছিলেন, অতঃপর **তাঁর** থেকে (হযরত) ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে আসার অনুমতি দিলেন এবং তাঁর প্রয়োজনও মিটিয়ে দিলেন, তখন তিনিও চলে গেলেন, তখনো **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চাদর জড়িয়ে এভাবে বসে ছিলেন,

অতঃপর হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আসার অনুমতি প্রার্থনা করে ভেতরে আসলেন, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং সায়্যিদা আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করলেন: "তোমার চাদর নিয়ে নাও!" অতঃপর (হযরত) ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রয়োজন মিটিয়ে দিলে তিনিও চলে গেলেন, উম্মুল মুমীনিন হযরত আয়েশা আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ!** আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর আগমনে আপনি তেমন কোন (অবস্থান) প্রদক্ষেপ নেন নি যেমনটি (হযরত) ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য করেছেন? তখন **রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

"ওসমান খুবই লজ্জাশীল ব্যক্তি, যদি তাঁকে এই অবস্থায় অনুমতি দিতাম তবে আশঙ্কা রয়ে যেত যে, তাঁর প্রয়োজন পূরণ হতো না।" অর্থাৎ তিনি লজ্জার কারণে কোন কথা না বলেই ফিরে যেতেন।

(মুসলিম, বাবু ফাযায়িলে ওসমান ইবনে আফফান, ১৩০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশিক্ষিত প্রিয় সাহাবী হযরত সায়িদুনা ওসমানে গণী যুন্নূরাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কিরূপ লজ্জাশীলতা সম্পন্ন ছিলেন যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতো স্বয়ং লজ্জাশীলতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বও তাঁর লজ্জা ও শরমকে সম্মান করতেন এবং **আল্লাহ পাকের** নিস্পাপ ফিরিশতারাও তাঁকে লজ্জা করতেন। হযরত সায়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অবরোধের সময় আমি আমীরুল মুমীনিন হযরত সায়িদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকটে ছিলাম। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: **"আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি জাহেলী যুগে এবং ইসলাম কবুল করার পরেও কখনো ব্যভিচার করিনি। বরং ইসলাম কবুল করার পর আমার লজ্জা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।"

(সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল মাহারিবা, ২৩৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০২৪, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন আমীরুল মুমীনিন হযরত সায়িদুনা ওসমানে গণী যুন্নুরাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মোবারক চরিত্র সম্পর্কিত কিছু ঝলক শ্রবণ করি:

♣ তাঁর নাম "ওসমান", উপনাম "আবু ওমর" এবং উপাধী "জামেউল কোরআন এবং যুন্নুরাঈন"। ♣ তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে তৃতীয় খলীফা। ♣ তাঁর বিবাহ বন্ধনে **রহমতে আলম,**

নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই শাহাজাদী একের পর এক আবদ্ধ হন। ♣ তাঁর চেহারা ও আকৃতিতে হযরত সায়িদুনা **ইব্রাহীম** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে খুবই মিল ছিলো। ♣ তাঁর শানে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিলো। ♣ তাঁকে ফিরিশতারাও লজ্জাবোধ করতেন। ♣ তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **আল্লাহ পাকের** পথে দু'বার হিজরত করেছেন। ♣ তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনেক বড় ব্যবসায়ী এবং খুবই দানশীল ছিলেন। ♣ **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। ♣ তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৮২ বৎসর হায়াত পেয়েছিলেন। ♣ তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খুবই অত্যাচারিত হয়ে, রোযা অবস্থায় কোরআনের তিলাওয়াত করতে করতে শাহাদতের সূধা পান করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী আক্বা ﷺ এর লজ্জাশীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে ভাবুন একবার, যেখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন সাহাবীর লজ্জাশীলতার এই অবস্থা, সেখানে স্বয়ং লজ্জাশীলতার প্রতিবিম্ব **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জাশীলতার কি অবস্থা হবে। যেমন;

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়িদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাইতেও বেশি লজ্জাশীল ছিলো, যেমন কোন কুমারী নারী পর্দার মধ্যে লজ্জাবতী হয়ে থাকে। **(মিশকাত, কিতাব আহওয়ালুল কিয়ামাহ, ২/৩৪৫, হাদীস নং-৫৮১৩)**

প্রখ্যাত মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণিত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: কুমারী নারীর যখন বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাকে ঘরের এক কোণায় বসিয়ে রাখা হতো। সেই যুগে মেয়েরা খুবই লজ্জাবতী হতো, পরিবারের লোকদেরও লজ্জা করতো, কারো সাথে খোলা মেলা কথা বলতো না, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জা এর চাইতেও বেশি ছিলো, লজ্জা মানুষের বিশেষ রত্ন (সম্পদ), ঈমান যতই মজবুত হবে, লজ্জাও তত বেশি হবে।

(মীরাতুল মানাযিহ, ৮/৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত জীবনে মানুষকে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। (১) শিশুকাল (২) যৌবনকাল এবং (৩) বৃদ্ধকাল। শিশুকালে মানুষের আগ্রহ খেলা-ধুলার দিকেই বেশি ধাবিত থাকে, বৃদ্ধ বয়সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুবই দূর্বল হয়ে যায়, রোগ বালাই এসে ভর করে, গুনাহের দিকে কম ধাবিত হয় এবং ইবাদতের দিকে আগ্রহ বেড়ে যায়, আর যৌবনকাল সেই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা, যখন মানুষের মনে নফসের চাহিদার প্রভাব বেশি হয়ে থাকে, কেননা জীবনের এই অংশে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে, আর যৌবনের উন্মত্ততায় মত্ত হয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্যকে ভুলে যায় এবং জীবনের এই মূল্যবান সময়কে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির কাজে অতিবাহিত করার পরিবর্তে অশ্লীল কাজে নষ্ট করে দেয়। সুতরাং যুব সমাজকে অশ্লীলতার ধ্বংসলীলা থেকে বাচাঁনোর জন্য বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم উদাহরনীয় জীবনোপায় এক আইডিয়াল (আদর্শ) স্বরূপ।

এই নেক ব্যক্তিদেরও নফস ও শয়তান লাখো মন্দ কাজে প্ররোচনা দিতো কিন্তু পবিত্র স্বত্বারা ভরা যৌবনেও লজ্জাশীলতার আচঁল শক্তভাবে আকড়ে ধরতেন এবং এর প্রতিদান স্বরূপ **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে দান ও দয়ার উপযোগী সাব্যস্ত হতেন। আসুন! এমনি এক লজ্জাশীল যুবকের ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

নিশ্চয় আমাকে দু'টি জান্নাত দান করা হয়েছে

আমীরুল মুমীনিন হযরত সায়িদুনা ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মোবারক যুগে এক যুবক অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহেযগার ও ইবাদতগুজার ছিলেন। হযরত সায়িদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজেও তাঁর ইবাদত দেখে হতবাক হতেন। যুবকটি ইশার নামাজ মসজিদে আদায় করার পর নিজের বৃদ্ধ পিতার সেবা করার জন্য যেতেন। রাস্তায় এক সুন্দরী নারী তাঁকে ডাকতো। কিন্তু যুবকটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই দৃষ্টিকে নিচের দিকে করে চলে যেতেন। অবশেষে একদিন সেই যুবকটি শয়তানের প্ররোচনা এবং সেই মহিলাটির ডাকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি যখনই দরজায় গিয়ে পৌঁছলেন, তখন **আল্লাহ পাকের** এই মহান ফরমানটি স্মরণে এসে গেলো: পারা ৯ সুরা আ'রাফ, আয়াত ২০১

اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّہُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَکَّرُوۡا فَاِذَا ہُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ ۚ﴿۲۰۱﴾

(পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ২০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা তাক্বওয়ার অধিকার হয়, যখনই তাদেরকে কোন শয়তানী খেয়ালের ছোয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

এই আয়াতে মোবারাকা স্মরণে আসার সাথে সাথে তাঁর মনে **আল্লাহ পাকের** ভয় এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। যখন সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরে পৌঁছায়নি, তখন তাঁর বৃদ্ধ পিতা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে চলে এলেন এবং লোকজনের সাহায্যে তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে এলেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর পিতা তাঁর কাছে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। যুবকটি সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করার পর যখনই পবিত্র আয়াতটির কথা উল্লেখ করলেন, তখন পূনরায় তাঁর উপর **আল্লাহ পাকের** ভয় প্রভাব বিস্তার করলো। সে তখন জোরে একটি চিৎকার দিয়ে উঠলো এবং তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। রাতারাতি তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। সকালে ঘটনাটি যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে পেশ করা হল, তখন তিনি সমবেদনা জ্ঞাপনার্থে তাঁর পিতার নিকট গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন: রাতেই কেন আমাকে জানালেন না? তাহলে আমিও জানাযায় অংশগ্রহণ করতাম। তিনি আরজ করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার আরামের কথা ভেবে আপনাকে তা সমীচীন মনে করিনি। তিনি বললেন: আমাকে তার কবরে নিয়ে চলুন। সেখানে গিয়ে তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন: পারা: ২৭, সূরা: রহমান, আয়াত: ৪৬।

وَ لِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿ۚ۴۶﴾

(পারা: ২৭, সূরা: রহমান, আয়াত: ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে ব্যক্তি আপন রবের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দু’টি জান্নাত রয়েছে।

তখন কবরের ভেতর থেকে সেই যুবকটি উচ্চ আওয়াজে বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! নিশ্চয় আমার পালনকর্তা আমাকে দুইটি জান্নাত দান করেছেন। (শরহুস সুদূর, ২১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্** ওয়ালাদের যুবকাবস্থায়ও ইবাদত করা এবং অশ্লীলতা থেকে বাঁচার কিরূপ মন মানসিকতা ছিলো যে, যুবকাবস্থায় অধিকাংশ সময় **আল্লাহ্ পাকের** ইবাদত এবং পিতা-মাতার সেবায় অতিবাহিত করতেন, এই মহান ব্যক্তিরা শয়তানের কৌশল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। আর এই কারণেই গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষমতা থাকার পরও নিজের দৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতেন এবং নিজের পবিত্র স্বত্বাকে অশ্লীল কাজ দ্বারা মলিন করা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। মনে রাখবেন! শয়তান মুসলমানদের চরম শত্রু, তার পুরোদমে চেষ্টা থাকে, যেকোন ভাবেই মুসলমানদের নেককার লোকদের পথ থেকে সরিয়ে অন্যায় ও পাপের পথে পরিচালিত করা যাতে সমাজ থেকে লজ্জার অস্থিত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা সবত্র ছড়িয়ে পড়ুক।

সুতরাং বুদ্ধিমানদের উচিৎ যে, সেই লজ্জাশীলতার অগ্রদূত অর্থাৎ পুর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم اَجْمَعِيْن এই আচঁলকে শক্তভাবে আকঁড়ে ধরা এবং অভিশপ্ত শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা আর কখনোই শয়তানের প্ররোচনায় কর্ণপাত না করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে শয়তানের অনুস্মরণ করতে নিষেধ করেছেন, যেমন; পারা ২, সূরা: বাকারা, ১৬৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর শয়তানের পদাংক অনুস্মরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদেরকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল

تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾
(পারাঃ ২, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৬৮,১৬৯)

কাজের নির্দেশ দেবে এবং এরই যে, **আল্লাহ্** সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা রচনা করো, যে সম্বন্ধে তোমাদের খবর নেই।

শয়তানের কাজ কি?

এই আয়াতের তাফসীরে রয়েছে, শয়তানের কাজই হচ্ছে, সে লোকদের পাপাচারের দিকে আহবান করবে, কুফর ও শিরকের দিকে আহবান করবে, **আল্লাহ পাক** সম্পর্কে মন্দ আক্বীদা পোষণ বা তাঁর হালালকৃত বস্তুকে হারাম বলা এবং তাঁর হারামকৃতকে হালাল বলার দিকে আহবান করবে, পাপ কাজ যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলী, ওয়াদা খেলাফি, অপবাদ, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে আহবান করবে। শুধু তাই নয়, অশ্লীলতার কাজ গান, বাজনা, সিনেমা, নাটক, নাচ, কুদৃষ্টি, অশ্লীল বাক্যালাপ, গালি-গালাজ, নাজায়িয সম্পর্ক, মন্দ খেয়ালে দেখা, স্পর্শ করা, ব্যভিচার ইত্যাদি বিষয়ের দিকে আহবান করাও শয়তানের কাজ। আফসোসের বিষয় হলো যে, আজকাল এই মন্দ কাজগুলোর অনেক কাজে আহবানকারীর মধ্যে পরিবারের লোকজন এবং বন্ধু বান্ধব, ঘর, বাজার, সমাজ, অফিসার ইত্যাদির সাহায্য ও উৎসাহ অনেকাংশেই থাকে। (সিরাতুল জিনান ১/২৭০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরকে আমাদের পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন এবং সকল মুসলমানের সংশোধনের চেষ্টা করা উচিৎ এবং তাদের ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী শরয়ী পর্দা করার মানসিকতা বানানো উচিৎ, কেননা ইসলাম এমনই এক জীবন বিধান যা মহিলাদের সম্মান ও মহত্বের রক্ষক, এই জন্যই তো তাদের ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি সন্তানের উত্তম শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব

দেয়া হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে পারা ২২, সূরা: আহযাব এর ৩৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৮,১৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পরদাহীনতা।

অপর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে: পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩১

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُیُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৮,১৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মসুলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাযত করে আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে, কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে আর আপন সাজ-সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে,

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাজের অবনতি ও উন্নতির মধ্যে নারীর এক বড় ভূমিকা রয়েছে, যেমন; যদি নারী নেককার, পরহেযগার এবং লজ্জাবতী হয় তবেই এই গুনাবলী তার বংশধরদের মাঝেও পরিবর্তিত হয়ে আসবে, সুতরাং নারীদের উচিৎ যেন নাজায়িয ফ্যাশন করা এবং নির্লজ্জতাপূর্ণ স্থানের সৌন্দর্য্য বর্ধণ না করে উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদী বিশেষ করে শাহজাদীয়ে কওনাইন, খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর পবিত্র আচার ও আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহন করে চাদর এবং চার দেয়ালের মধ্যেই থাকাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত

করা, কেননা এরা সেই পবিত্রতম নারী স্বত্বা যে, **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শের কারণে যাদের মধ্যে লজ্জাশীলতার মূল জিনিস ব্যাপক হারে বিদ্যমান ছিলো। বিশেষত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শাহাজাদী খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর লজ্জার অবস্থা তো দেখার মতো এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আসুন! তাঁর অতুলনীয় লজ্জাশীলতা সম্পর্কীত একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

খাতুনে জান্নাতের পর্দা

সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী (প্রকাশ্য) ওফাতের পর খাতুনে জান্নাত, শাহাজাদীয়ে কওনাইন, হযরত সায়িদাতুনা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর **প্রিয় নবীর** বিরহ এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো! তাঁর ওফাতের পূর্বে শুধুমাত্র একবারই মুচকি হাসতে দেখা গিয়েছিলো। এই ঘটনাটা কিছুটা এরূপ, হযরত সায়িদাতুনা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর এই উদ্বেগ ছিলো যে, আমি তো সারা জীবন পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি, এখন যদি মৃত্যুর পর আমার কাফন পরিহিত লাশে মানুষের দৃষ্টি পড়ে যায়! কোন একদা হযরত সায়িদাতুনা আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি হাবশায় দেখেছি যে, জানাযার সাথে গাছের ডাল বেঁধে দোলনার মতো বানিয়ে তার উপর পর্দা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অতঃপর আমি খেজুরের ডাল আনিয়ে, তা জুড়ে তার উপর কাপড় লাগিয়ে সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে দেখালেন। তিনি খুবই খুশি হলেন এবং ঠোঁটে মুচকি হাসি এসে গিয়েছিলো। ব্যস! এই এক মুচকি হাসি ছিলো যা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর একবারই দেখা গিয়েছিলো। **(জাযবুল কুলুব, ১৫৯ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! দুনিয়ার চোখ লজ্জাশীলতার এমন এক অসাধারণ দৃশ্য সম্ভবত আর দেখেইনি, তারপরও **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর জীবনভর **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো, কিন্তু তারপরও তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লজ্জার চাদর শক্তভাবে আকঁড়ে ধরেছিলেন। তাঁর শুধু এই ভাবনাই ছিলো যে, যেন মৃত্যুর পর আমার কাফন কোন পর-পুরুষের নজরে না পড়ে।

উম্মে খাল্লাদের পর্দা

এমনিভাবে সাহাবীয়ায়ে রাসুল হযরত সায়িদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর এক ঘটনা রয়েছে, এক যুদ্ধে তাঁর ছেলে শহীদ হয়ে গেছে। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এ ব্যাপারে জানার জন্য চেহারায় নেকাব লাগিয়ে পর্দা সহকারে **বারগাহে রিসালত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ উপস্থিত হলেন। এতে কেউ আশ্চার্য হয়ে বললেন: এমন মুহুর্তেও আপনি মুখে নেকাব পড়ে আছেন! তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বলতে লাগলেন: **আমি সন্তান হারিয়েছি ঠিকই, কিন্তু লজ্জা শরমতো হারায়নি।** (সুনানে আবি দাউদ, ৩য় খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! পর্দা করার অবস্থা যে, সন্তান শহীদ হওয়ার পরও সায়িদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا "পর্দা" ঠিক রেখেছেন। কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে পর্দাকে مَعَاذَ اللّٰه **(আল্লাহ পাকের** পানাহ) বোঝা মনে করা হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নারীদের বেপর্দা বাজারে এবং পার্কে যাওয়ার কারণে বেহায়া আর নির্লজ্জতা আরো বেশি বেড়ে চলেছে এবং এই বেপর্দার জন্য পুরুষদের মধ্যে কুদৃষ্টিও ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ আমাদের যুব সমাজ কুদৃষ্টিতে অভ্যস্থ হয়ে যাচ্ছে, তারা এই মন্দ উদ্দেশ্যে গলি-মহল্লা, বাজার, শপিং সেন্টার, পার্ক, স্কুল, কলেজ মোটকথা যেখানেই বেপর্দা নারীদের সমাগম হয়, সেখানে ঘুর ঘুর করে, কুদৃষ্টি দিয়ে এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসের কারণ হয়। মনে রাখবেন! মহিলাদের কুদৃষ্টিতে দেখা মানুষের কাজ নয় বরং শয়তানের কাজ। আসুন! কুদৃষ্টির নিন্দা সম্পর্কীত তিনটি (৩) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

(১) اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ অর্থাৎ নারী হচ্ছে আউরাত (অর্থাৎ লুকোনোর জিনিস), যখন সে বের হয় তখন শয়তান তাকে উঁকি দিয়ে দেখে।

(তিরমিযী, ২/৩৬২, হাদীস নং-১১৭৬)

(২) زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ অর্থাৎ চোখের যেনা হলো দেখা।

(আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, ২/৩৫৮, হাদীস নং-২১৫২)

(৩) দৃষ্টি হচ্ছে ইবলিশের তীর সমুহের মধ্যে বিষাক্ত একটি তীর, ব্যস! যে ব্যক্তি আমার ভয়ে তা বর্জন করলো তবে আমি তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার মিষ্টতা সে তার অন্তরে পাবে।

(মু'জামুল কবীর, ১০/১৭৩, হাদীস নং-১০৩৬২)

হযরত সায়িদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "মিনহাজুল আবেদীন" এ বলেন: হযরত সায়িদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام থেকে বর্ণিত: নিজেকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাও, কেননা কুদৃষ্টি অন্তরে কামভাবের বীজ বপন করে, অতঃপর এই কামভাব কুদৃষ্টি দানকারীকে ফিতনায় ফেলে দেয়।

(মিনহাজুল আবেদীন, প্রথম অধ্যায়, ৬২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! হাদীসে মোবারাকায় কুদৃষ্টির নিন্দা কিভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই

বদ অভ্যাসে লিপ্ত তার উচিৎ যে, এই বদ অভ্যাস থেকে তাওবা করা এবং এর থেকে বাঁচার চেষ্টাও করা, নয়তো মনে রাখবেন! কুদৃষ্টি মানুষকে অধঃপতনের অতল গহবরে নিক্ষেপ করে দেয়, এর কারণে বান্দা না শুধু **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি অর্জন করে না বরং সর্বদা তার মন ও মননে শয়তান ভর করে থাকে, উদ্ভট অশান্তি এবং কামভাব ও বিভিন্ন মন্দ খেয়াল প্রাধান্য বিস্তার করে, আর বান্দা নফসের প্রশান্তির জন্য আরো ভয়াবহ গুনাহ করে বসে। আসুন! বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن লজ্জা ও দৃষ্টির হিফাযতের আরো ঘটনা শ্রবণ করি।

বর্ণিত আছে: হযরত সায়িদুনা আসওয়াদ বিন কুলসুম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই লজ্জাশীল ও পূণ্যাত্মা ছিলেন। চলার সময় তাঁর দৃষ্টি সর্বদা এমনভাবে ঝুঁকে থাকতো যে, পাশদিয়ে চলাচল কারীদেরও দেখতেন না। তখনকার সময় ঘরের দেওয়াল এতটা উঁচু হতো না। একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক মহিলা অপর মহিলাকে বললো: তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর চলে যাও, এক যুবক আসছে। একথা শুনে অন্য মহিলা বললো: আরে! ইনি তো হযরত সায়িদুনা আসওয়াদ বিন কুলসুম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর দৃষ্টি তো মাটি থেকে উঠেই না, অতএব সে কোন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি কিভাবে দেবে। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ৩২৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভবিষ্যতে আর কখনো উপরের দিকে দেখবো না

হযরত সায়্যিদুনা মাজমাআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার উপরের দিকে তাকালে একটি ছাদে কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলো। সাথে সাথেই দৃষ্টি নিচে করে নিলেন এবং এমনভাবে লজ্জিত হলেন, আর দৃঢ় সংকল্প

করে নিলেন যে, ভবিষ্যতে আর কখনো উপরের দিকে তাকাবো না।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জা খুবই মহান একটি গুন, কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে বর্তমান যুগে গুনাহের নিত্য নতুন পদ্ধতি যেন আত্মসম্মান বোধের জানাযা পড়িয়ে দিলো। লজ্জার চাদর ছিড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, মোবাইল, ইন্টারনেট, স্যোসাল মিডিয়ার **(Social Media)** মাধ্যমে জানি না কেমন ভাবে অনৈসলামিক রীতিতে একে অপরের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে আখিরাত ধ্বংসের সামগ্রী জমা করছে। জ্বি হ্যাঁ! আজকাল শুধু একে অপরের সাথে কথা বলাতে সীমাবদ্ধ নয় বরং একে অপরের ছবি পাঠাতে থাকে, এখন তো مَعَاذَ الله **(আল্লাহ পাকের** পানাহ) বিশেষ দিনগুলোতে যেমন; কখনো ঈদে বা বিজয় দিবসের নামে, কখনো "নববর্ষ" এর নামে কখনোবা সন্তানের জন্ম দিনের নামে আয়োজন করে গান-বাজনা শুনে থাকে, যেন বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা চরম শিখরে পৌঁছে যায়, مَعَاذَ الله **(আল্লাহ পাকের** পানাহ) বেপর্দা নারীরা সেজেগুঁজে যেন প্রদর্শনের দাওয়াত দিচ্ছে। এখন সফর বাসে হোক বা ট্রেনে, কোচে হোক বা উড়োজাহাজে, সর্বত্রই বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার দৃশ্যাবলী থেকে নিজেকে বাঁচানো খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। **আল্লাহ পাক** আমাদের ঈমান হিফাযত করুক, মুখ, চোখ, কান এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে গুনাহ থেকে হিফযত নসীব করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি দু'চোখ থেকেও প্রিয়

আপন যুগের প্রসিদ্ধ ওলী হযরত সায়িদুনা ইউনুস বিন ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যুবক অবস্থায় ছিলেন, অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাতেন, একবার মসজিদ থেকে ঘরে ফিরার সময় হঠাৎ এক নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লো এবং তার দিকে মন টানলো কিন্তু সাথে সাথেই লজ্জিত হয়ে তাওবা করলো এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে এভাবে দোয়া করলো: "হে আমার **পাক পরওয়ারদিগার!** চোখ যদিও অনেক বড় নেয়ামত, কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, এটা যেন আমার ধ্বংসের কারণ না হয়ে যায় এবং আমি এর কারণে আযাবে পর্যবসিত হয়ে না যাই, আমার **মালিক!** তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নাও, সুতরাং তাঁর দোয়া কবুল হলো এবং তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১৬৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن কিরূপ লজ্জা সম্পন্ন ছিলেন যে, যদি কোন নারীর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে সাথে সাথেই দৃষ্টি ঝুঁকিয়ে নিতেন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন, কিন্তু আফসোস! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর অনুসারী, তাঁদের ইসালে সাওয়াবের ইজতিমার আয়োজনকারীতো অনেক, কিন্তু তাঁদের পবিত্র চরিত্রের উপর আমল করার চেষ্টাকারী অনেক কম বরং একেবারেই কম, দৃষ্টিকে হিফাযতকারী অনেক কম, লজ্জাশীল অনেক কম, "**আল্লাহ পাক** দেখছেন" এই মনোভাবকারী অনেক কম, "**আল্লাহ পাকের হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবলোকন করছেন" এই মনোভাবকারীও অনেক কম, আখিরাতকে ভয়কারী অনেক কম, আখিরাতের আযাবকে মনে করে গুনাহ

বর্জনকারী অনেক কম, দৃষ্টিকে সংযত রাখার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি অনেক কম কম এবং কম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্তমান যুগে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن চরিত্রের উপর না শুধু তিনি নিজে আমল করছেন বরং নিজের অনুসারীদের, মুরীদদের ও ভালবাসা পোষণকারীদেরও এই নেককার ব্যক্তিদের অনুসরণের উৎসাহ প্রদান করে খাদাভীরুতা, লজ্জা এবং দৃষ্টিকে সংযত করার মাদানী মানসিকতা দিতেই থাকেন। যেমন;

একবার তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরব আমিরাত থেকে করাচী আসার পূর্বে দৃষ্টিকে সংযত রাখা সম্পর্কে ইনফিরাদী কৌশিশ সম্বলিত এক ই-মেইল **(E-mail)** নিজের বড় শাহাযাদা এবং উত্তরসূরী হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مَدَّ ظِلُّه الْعَالِى কে প্রেরণ করেন, যার কিছু অংশ এখানে পেশ করছি:

اِنْ شَآءَ الله বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে মধ্যবর্তি রাতে **P.I.A** যোগে রাত প্রায় ১২টার দিকে রওয়ানা হবো এবং اِنْ شَآءَ الله রাত তিনটার দিকে করাচী এয়ারপোর্টে **(Airport)** পৌঁছে যাবো। যেহেতু এয়ারপোর্টে **(Airport)** বেপর্দা নারীতে ভরা নষ্ট পরিবেশ তাই মানসিকতা এমন যে, আমি এয়ারপোর্টে **(Airport)** কাউকেই আসতে বলবো না, কেননা আমার বলাতে সবাই আসবে আর কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে না আর আখিরাতে আমাকেও যেন এর হিসাব দিতে না হয় যে, তুমি যখন অবস্থা সম্পর্কে জানতে যে, সবাই চোখের হিফাযত করতে পারবে না তবে কেন নিজের নফসকে খুশি করতে লোকদের এয়ারপোর্টে **(Airport)** জমা করেছো?

আহ! হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা নাই, আমি সকল গুনাহ থেকে বার বার তাওবা করেছি, আপনাকে সাক্ষী রেখেও তাওবা করছি। দৃঢ় থাকার দোয়া করবেন। কিন্তু নিরাপত্তা কর্মীদের আগমনের ব্যাপারে আমি অনুন্যপায়, সৌভাগ্য হবে যদি শুধুমাত্র ড্রাইভার এবং নিরাপত্তা কর্মীরাই আসে এবং তাও গাড়ি পার্কিং এ অপেক্ষা করে। **(ইনফিরাদি কৌশিশ, ১১৭ পৃষ্ঠা)**

নেক আমল নং ৯ এবং ১১ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه চোখের হিফাযতের ব্যাপারে কিরূপ স্পর্শকাতর **(Sensitive)** প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব যে, নিজের আগমনের সম্ভাষনের জন্য আসার আখাঙ্ক্ষী আশিকানে রাসূলদের এয়ারপোর্টের **(Airport)** বেহায়াপনা পরিবেশের কথা ভেবে নিজে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই এয়ারপোর্ট না আসার জন্য উৎসাহ প্রদান করছেন বরং না আসার কারণও বলে দিলেন যে, এই জায়গায় কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা খুবই কঠিন। সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরাও আমীরে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং বুযুর্গানে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর পদাংক অনুস্মরণ করেই নিজেকেও লাজ - লজ্জার অনুসারী হবো, ঘরে বা বাইরে বের হলে দৃষ্টিকে গুনাহে ভরা পরিবেশ থেকে বাঁচবো। আর এই আমলের উপর দৃঢ় থাকার জন্য ৭২ টি নেক আমল নামের রিসালা দ্বারা প্রতিদিন নিজে পূরণ করার অভ্যাস গড়ে তুলব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ৭২ টি নেক আমল নামের রিসালার মধ্যে দুইটি নেক আমল এমন রয়েছে যে, যদি আমরা তার উপর নিয়মিত আমল করা শুরু করে দিই তাহলে আমাদের চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সফল হয়ে যাবো। আসুন! ঐ নেক আমল দুইটির ব্যাপারে শ্রবণ করি এবং তাদের উপর আমলের নিয়্যতও করি। যেমন

নেক আমল নং ৯: আপনি কি আজ চোখকে বিভিন্ন গুনাহ (অর্থাৎ কুদৃষ্টি, সিনেমা, নাটক, মোবাইলে খারাপ ছবি ও ভিডিও, নামুহরিম মহিলা এবং চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত, বোনদের দেখা) থেকে বাঁচিয়েছেন?

নেক আমল নং ১১: পথ চলার সময় বা কার (গাড়ী) অথবা বাস ইত্যাদিতে সফর করার সময় নিজেকে অযথা তাকানো থেকে বাঁচিয়ে আপনি কি আজ দৃষ্টিকে নত রেখেছেন? আর বিনা প্রয়োজনে এদিক সেদিক তাকানো থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন? (হায়! যদি কারো সাথে কথা বলার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির চেহারায় বিনা প্রয়াজনে অপলক দৃষ্টিতে তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টি নত থাকতো।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অহেতুক ও অশ্লীল বাক্যালাপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিৎনা ফ্যাসাদের যুগে যেখানে আমাদের অধিকাংশই বেহায়া ও নির্লজ্জতায় ভরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত দেখা যায়, সেখানে অহেতুক বাক্যালাপ এবং অশ্লীল কথাবার্তাও আমাদের সমাজে এমনভাবে প্রসার হয়ে গেছে যে, আমাদের যেকোন বৈঠকেই এই গুনাহ থেকে বাঁচা খুবই কষ্টকর, যেখানে কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু হয় তবে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত আখিরাতের পরিণতির বিষয়ে নির্ভয় হয়ে অহেতুক এবং অশ্লীল বাক্যালাপে মগ্ন থাকে, তাদের এই বিষয়ে একেবারে চিন্তা থাকে না যে, আমাদের এই কথাবার্তা **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে, তিনি তো আমাদের এরূপ কথাবার্তা করতে নিষেধ করেছেন, যেমন; পারা ১৪, সূরা: নাহল এর ৯০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

(পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৯০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দ কথা ও অবাধ্যতা থেকে;

আমাদেরও উচিৎ **আল্লাহ পাকের** এই হুকুমের উপর আমল করে তাঁর সন্তুষ্টি ও সন্তোষজনক কাজে জীবন অতিবাহিত করা এবং তাঁর অসন্তুষ্টি মূলক কাজ থেকে বেঁচে পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়ার চেষ্টা করা, কেননা **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ অনুযায়ী মুমিন দোষ অন্বেষনকারী, লানত প্রদানকারী, অশ্লীল বাক্যালাপকারী এবং বেহায়া হতে পারে না। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, বাবু মাযা ফিল লানত, ৩/৩৯৩, হাদীস নং-১৯৮৪) আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের লজ্জাশীলতার অবস্থা এমন ছিলো যে, অশ্লীল ও মন্দ বাক্যালাপ থেকে না শুধু নিজে বাঁচতেন বরং নিজের অনুসারীদেরও অশ্লীল বাক্যালাপ করা থেকে নিষেধ করতেন। যেমন;

হযরত সায়িদুনা আহমদ বিন ইয়াহ্ইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "একদিন হযরত সায়িদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কান্দিলের বাজার থেকে বের হলে আমরাও তাঁর পিছলে চলতে লাগলাম, দেখলাম যে, এক ব্যক্তি কোন আলিমকে অহেতুক কথা বলছেন, হযরত সায়িদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের দিকে ফিরে বললেন: "অশ্লীল বাক্যালাপ শুনা থেকে নিজের কানকে পবিত্র রাখো, যেভাবে তোমরা নিজের মুখকে মন্দ কথাবার্তা থেকে পবিত্র রেখে থাকো, কেননা (ইচ্ছাকৃতভাবে) শ্রবণকারী মন্দ বাক্যালাপকারীর সাথেই অংশীদার হয় এবং নির্বোধ ব্যক্তিরাই নিজের মস্তিষ্কের সবচেয়ে মন্দ কথাটি তোমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়ার লোভ করে থাকে। যদি নির্বোধের এই কথা তারই দিকে ফিরিয়ে দেয়া যায় তবে ফিরিয়ে দেওয়া ব্যক্তি নেককার হয়ে থাকে, আর এর কথক (যে বলে) হতভাগ্য হয়ে থাকে। (লুবাবুল আহইয়া, ২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম, যদি কোন বৈঠকে অশ্লীল এবং অহেতুক বাক্যালাপ অব্যাহত থাকে এবং আমরা তা বন্ধ করার ক্ষমতাও রাখি তবে তাদের বারণ করা উচিৎ, নয়তো কমপক্ষে মনে মনে তার মন্দ জেনে সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিৎ। এমন অনেক মানুষও পাওয়া যায় যে, যারা নিজেরা তো অশ্লীল বাক্যালাপ থেকে বেঁচে থাকে কিন্তু যদি কাউকে অশ্লীল বাক্যালাপ ও মন্দ কথাবার্তা বলতে শুনে তবে তার সেই অশ্লীল বাক্যালাপ ও মন্দ কথাবার্তায় مَعَاذَ الله **(আল্লাহ পাকের** পানাহ) অনেক আনন্দ ও স্বাদ অনুভূত হয় এবং মন্দ কথাবার্তা থেকে বারণ করার পরিবর্তে তাদের উৎসাহ দিয়ে নিজের আখিরাতকে ধ্বংসের উপায় বের করে। এমন লোকের সম্পর্কে **নবী করীম রউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে: "চার (৪) প্রকারের জাহান্নামী, যারা ফুটন্ত পানি এবং আগুনের মধ্যখানে দৌড়াদৌড়ি করে করে শাস্তি এবং ধ্বংসের প্রার্থনা করতে থাকবে। এদের মধ্যে এক সেই ব্যক্তি হবে, যার মূখ থেকে পুঁজ এবং রক্ত প্রবাহিত হবে। জাহান্নামীরা বলবে: "এই দূর্ভাগার কি হলো যে, আমাদের কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে?" বলা হবে: "এই দূর্ভাগা মন্দ ও খারাপ কথাবার্তার দিকে মনোযোগী হতো, এর থেকে মজা নিতো যেমন; যৌন মিলনের কথায়।"

(ইত্তিহাফুস সা'দাত লিয যাবিদী, ৯/১৮৭)

হযরত সায়িদুনা শুয়াইব বিন আবি সাঈদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: "যে নির্লজ্জতার কথায় স্বাদ গ্রহণ করে, কিয়ামতের দিন তার মূখ থেকে পুঁজ ও রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে।" **(প্রাগুক্ত, ৮৮১ পৃষ্ঠা)**

কুকুরের আকৃতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কামভাবের প্রশান্তির জন্য তোমার বিয়ে, আমার বিয়ে বলে নির্লজ্জপূর্ণ প্রলাপ কারী নাটকের ভক্ত, অশ্লীল সিনেমা অবলোকনকারী, সিনেমা হলে গমনকারী, সিনেমার গান গুনগুন কারী, বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে শিক্ষাগ্রহন করুন। মনে রাখবেন! হযরত সায়িদুনা ইব্রাহীম বিন মাইসারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বেহায়াপূর্ণ কথাবার্তার বক্তা কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে আসবে।" (ইত্তিহাফুস সা'দাত ৯/১৯০)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন যে, সকল মানুষ কবর থেকে মানুষের আকৃতিতেই উঠবে, অতঃপর হাশরের ময়দানে পৌঁছেই অনেকের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে। (মীরাত, ৬/৬৬০)

"লজ্জাশীল যুবক" রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن লজ্জাশীলতা এবং লজ্জা বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ৬৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা "লজ্জাশীল যুবক" এর অধ্যয়ন করুন। আপনি এই রিসালায় লজ্জার সংজ্ঞা, এর প্রকারভেদ, লজ্জার আহকাম, দাইয়্যুস এবং ফাসিকের সংজ্ঞা, নারীদের সংশোধনের পদ্ধতি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লজ্জার বর্ণনা করা হয়েছে, মাকতাবাতুল মদীনা আরো একটি রিসালা তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের সপ্তম অংশ "পে'করে শরম ও হায়া" নামে প্রকাশ করেছে, এই রিসালায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মোবারক জীবনের কিছু ঘটনা আমাদের শিক্ষার জন্য উত্তম পথ প্রদর্শক স্বরূপ।

সুতরাং আজই এই দুটি রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং অন্যদেরকেও উপহার স্বরূপ প্রদান করুন। এই রিসালা দুটি দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** এবং প্রিন্ট আউটও **(Print Out)** করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের মধ্যে লজ্জাশীলতার বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে, এদের মধ্যে অনেকে **আল্লাহ পাকের** সেই নেককার বান্দা রয়েছেন, যারা তাঁর ভয়ে বেহায়া ও গুনাহের কাজ হতে দূরে থাকে, আবার অনেকে লোকের সামনে বদনামী হওয়ার ভয় এবং লজ্জায় মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে কিন্তু অনেক লজ্জাহীন মানুষ এমনও রয়েছে যে, যারা বদনামীর তোয়াক্কা করে না, এমন লোকেরা নির্দিধায় সব ধরনের গুনাহ করে বসে, নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করে অনৈতিকতার সাগরে অবতরণ করে এবং মনুষত্বহীন কাজ করতে সামান্যতমও লজ্জাবোধ করে না, দিন রাত তাদের হাত, পা, মুখ ও চোখ এবং মন ও মনন গুনাহে লিপ্ত থাকে। মনে রাখবেন! আমাদের এই সুস্থ অঙ্গ সমূহ **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় নেয়ামত, আমাদের **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করে এই অঙ্গ সমূহকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে **আল্লাহ পাকের** সাথে লজ্জার হক আদায় করা উচিৎ।

আল্লাহ্ পাকের সাথে লজ্জা করার অর্থ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** কে লজ্জা করো, যেমনভাবে করার দরকার। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যেম আমি আরয করলাম: আমরা **আল্লাহ পাক** কে লজ্জা করি এবং সব প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্য। ইরশাদ করলেন: তখন নয়; বরং **আল্লাহ পাক** কে যথার্থ লজ্জা করার অর্থ হচ্ছে যে, পা হতে মাথা পর্যন্ত যতগুলো অঙ্গ রয়েছে এবং পেট ও পিঠ যে যে অঙ্গ সমূহকে ঘিরে আছে, তার নিরাপত্তা দান করা এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পঁচে গলে যাওয়াকে স্বরণ করা আর আখিরাতের আখাঙ্ক্ষীরা দুনিয়ার চাকচিক্যকে ছেড়ে দেয়, তবে যে এরূপ করবে সেই **আল্লাহ পাক** কে লজ্জার করার হক আদায় করে দেবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৩৩, হাদীস নং-৩৬৭১)

যদি আমরা সারা জীবন হাত পাকে গুনাহে লিপ্ত রাখি, মুখকে অশ্লীল বাক্যালাপে অভ্যস্থ করি, চোখ দ্বারা কুদৃষ্টিদান করতে থাকি, তবে মনে রাখবেন! এই অঙ্গই কাল কিয়ামতের মাঠে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে যাবে, যেমন; পারা ১৮, সূরা: নূর এর ২৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يَّوۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ اَلۡسِنَتُهُمۡ وَاَيۡدِيۡهِمۡ وَاَرۡجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۴﴾

(পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৯০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদেরই রসনাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের চরণগুলো যা কিছু তারা করতো সে সম্বন্ধে;

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয় করুন, এমন যেন না হয় যে, আজ যে অঙ্গসমূহ দিয়ে আমরা বেহায়াপূর্ণ কাজ করতে লজ্জাবোধ করছি না এবং নির্দ্বিধায় আপন **প্রতিপালকের** নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি, কাল কিয়ামতের ময়দানে **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই অঙ্গসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আমাদের জাহান্নামে না পৌঁছিয়ে দেয়। সুতরাং আজই সকল গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিন এবং ভবিষ্যতে বেহায়াপনার সকল কাজ থেকে বাঁচার নিয়্যত করে নিন আর লজ্জাশীল হওয়ার চেষ্টা করুন। আসুন! এবার লজ্জাশীল হওয়ার কিছু পদ্ধতি শ্রবণ করি।

আল্লাহ পাক দেখছেন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা মানুষের এক স্বাভাবিক স্বভাব যে, যদি আমরা একাকীত্বে গুনাহ করার সময় আমাদের পরিচিত কেউ দেখে ফেলে, তবে লজ্জায় একেবারে আমাদের মাথা নত হয়ে যায় এবং তার সামনে যাওয়াকে এড়িয়ে চলে, যদি আমরা আপন **প্রতিপালকের** ব্যাপারে এই মন মানসিকতা তৈরী করে নিই যে, **"আল্লাহ পাক** আমাদের দেখছেন" তবে এভাবে গুনাহ থেকে বাঁচার পাশাপাশি আমাদের ভেতর লজ্জাশীলতা সৃষ্টি হবে।

চোখ হিফাযতের পদ্ধতি

হযরত সায়িদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুমে উদ্ধৃত করেন: এক ব্যক্তি হযরত সায়িদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: দৃষ্টিকে নিচে রাখার ব্যাপারে আমাকে কোন বিষয়টি সাহায্য করবে? তিনি বললেন: এই মানসিকতা বানান যে,

যেদিকে তুমি দৃষ্টি দিচ্ছ, এর পূর্বেই তোমাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শি (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**) দেখছেন। (ইহইয়াউল উলুম, পৃষ্ঠা ৫/৩২৫)

লজ্জার ফযীলত এবং বেহায়াপনার সতর্কতা:

লজ্জাশীলতার অভ্যাস গড়ার জন্য বার বার লজ্জার ফযীলত এবং বেহায়াপনার সর্তকতা সমূহ পড়তে থাকুন বা শুনতে থাকুন এবং এসম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করুন, অন্যদেরকেও এই বর্ণনা শুনিয়ে তাদেরও মানসিকতা তৈরী করুন। এর উপকারীতা এরূপ হবে যে, এই বর্ণনাগুলো আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে যাবে এবং বেহায়াপনা ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচার লজ্জাশীলতা নসীব হবে। اِنْ شَآءَ الله

ওলামায়ে কেরামদের সাথে যোগাযোগ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বেহায়াপনার বিপর্যয়ের পিছুকে তাড়ানোর জন্য, দৃষ্টিকে রক্ষা এবং লাজ -লজ্জার নেয়ামত পাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম হলো আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। সুতরাং আপনিও আজ বরং এখনি এই পরিবেশকে আপন করে নিন اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকের দয়ায় লাজ - লজ্জার মহান নেয়ামত হাতে চলে আসবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী সারা দুনিয়ায় প্রায় ১০৯ টি বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তার মধ্য থেকে একটি বিভাগ হলো ওলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ মজলিশও, যার মূল উদ্দেশ্য হলো সুন্নি ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়িখে ইযাম যেমন মসজিদের ইমাম, খতিবগণ এবং পিরানে তরিকত ইত্যাদিকে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খেদমদ

সম্পর্কে অবহিত করা, দ্বীনি কাজে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া, তাঁদের দোয়া নেয়া এবং সুন্নি জামেয়া ও মাদ্রাসা সমূহে দ্বীনি কাজের ব্যবস্থা করা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মূলুক ইজতিমায় সুন্নি জামেয়া ও মাদ্রাসা সমূহের ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করানো এবং তাদের জন্য যথাযথ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আল্লাহ পাক ওলামায়ে কেরামের সাথে যোগযোগ মজলিশকে আরো অধিক উৎকর্ষতা দান করুক এবং আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশর মধ্যে সত্যিকারের স্থায়িত্ব নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনী অধ্যয়ন করুন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জাশীলতা সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি এও যে, বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ঘটনাসমূহ এবং তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করা, অনেক সময় **আল্লাহ্** ওয়ালাদের জীবনী ও চরিত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেহায়াপনা ও গুনাহের কাজকে ঘৃণা, নেককাজের দিকে ধাবিত এবং তাঁদের মতো হওয়ার আখাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হবে। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সালমান ফারেসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর লজ্জাশীলতা সম্পর্কীত তাঁরই বর্ণনা শ্রবণ করুন, যেমন; তিনি বলেন: "আমি মরার পর জীবিত হবো, অতঃপর মরার পর জীবিত হবো, অতঃপর মরার পর জীবিত হবো, তবুও আমার নিকট এটা তার চেয়ে উত্তম যে, কারো লজ্জাস্থান দেখবো বা কেউ আমার লজ্জাস্থান দেখবে। (তাম্বিহুল গাফিলিন, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

উত্তম সঙ্গ অবলম্বন করো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জাশীলতার উন্নতিতে পরিবেশ ও শিক্ষারও বড় একটি প্রভাব রয়েছে। লজ্জাময় পরিবেশ সহজলভ্য হলে লজ্জা খুবই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে, পক্ষান্তরে বেহায়া লোকের সংস্পর্শে কলব (অন্তর) ও দৃষ্টির পবিত্রতা কেঁড়ে নিয়ে নির্লজ্জ করে দেয় এবং মানুষ অসংখ্য অনৈতিক ও নাজায়িয কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যে, **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের সংস্পর্শ গ্রহন করা এবং কারো সঙ্গ গ্রহণ করার পূর্বে গভীর ভাবে ভেবে দেখা যে, সে কার সংস্পর্শ গ্রহণ করছে, কেননা দ্বীনদার বন্ধু খোঁজার উৎসাহ দিতে গিয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়িদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "প্রকৃত বন্ধু খোঁজ এবং তাদের সংস্পর্শে জীবন অতিবাহিত করো কেননা তারা খুশির অবস্থায় সৌন্দর্য এবং কষ্টের সময় অবলম্বন স্বরূপ আর কোন গুনাহগারের সঙ্গ গ্রহণ করো না, কেননা তার থেকে গুনাহ করাই শিখবে। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/২১৪)**

বেহায়াপনার ক্ষতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বেহায়াপনার আখিরাতের ক্ষতি তো আছেই, এর দুনিয়াবী ক্ষতিও কম নয়, নির্লজ্জ মানুষ সমাজে শোচনীয় ভাবে অপদস্থ হয়ে থাকে, তার ভাব গাম্ভীর্যও নষ্ট হয়ে যায়, মানুষের মনে তার প্রতি সামান্যতমও সম্মানবোধ থাকে না, এছাড়া আরো অনেক ক্ষতি রয়েছে, তবে নিজের মধ্যে লজ্জাশীলতা সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি এটাও যে, আমরা বেহায়াপনার ক্ষতি সমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি এবং এর পরকালিন ক্ষতি তো আরো কঠিন, যেমন; হযরত সায়িদুনা ইব্রাহীম বিন মায়সারা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: বেহায়াপূর্ণ কথাবার্তা বলে এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে আসবে।" **(ইত্তিহাফুস সা'দাত লিয যাবিদী, ৯/১৯০)**

দোয়া করার আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব ফয়যানে সুন্নাত এর খাবারের আদব অধ্যায়ের ১৬৫ নং পৃষ্ঠায় দোয়া করার বিভিন্ন আদব সম্পর্কে শ্রবণ করি। ✯ প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ বার দোয়া করা ওয়াজিব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামাযীদের এ ওয়াজিব, নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আদায় হয়ে যায়। কারণ اِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴿۵﴾ **(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো) ও দোয়া এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴿۱﴾ **(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্‌র** জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর) বলাও দোয়া। (১২৩, ১২৪ পৃষ্ঠা) ✯দোয়াতে সীমা অতিক্রম করবেন না। যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পদমর্যাদা চাওয়া বা আসমানে আরোহনের আকাঙ্ক্ষা করা। এছাড়া উভয় জগতের সমস্ত কল্যাণ ও সর্বপ্রকার গুনাবলী চাওয়াও নিষেধ। কারণ এসব গুণাবলীর মধ্যে আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام দের পদমর্যাদাটাও রয়েছে, যা অর্জন করা যাবে না। (৮০-৮১ পৃষ্ঠা) ✯যেটা অসম্ভব বা অসম্ভবের কাছাকাছি, সেটার দোয়া করবেন না। সুতরাং সব সময়ের জন্য সুস্থতা, নিরাপত্তা চাওয়া যে, মানুষ সারাজীবন কখনো কোন প্রকার কষ্টে পতিত হবে না, এটা হল অসম্ভব অভ্যাসের দোয়া চাওয়া। অনুরূপভাবে লম্বাকৃতির মানুষের ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য কিংবা ছোট চক্ষু বিশিষ্টের বড় চোখ লাভের দোয়া করা নিষেধ। কারণ এটা এমন কাজের দোয়া, যেটার উপর কলম জারী হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (৮১ পৃষ্ঠা) ✯গুনাহের দোয়া করবেন না, যেমন, অন্যের ধন যেন আপনার মিলে যায়। কারণ গুনাহের আশা করাও গুনাহ্। (৮২ পৃষ্ঠা) ✯আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার

দোয়া করবেন না। (যেমন-অমুক আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাক)। (৮২ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

দোয়া করার অবশিষ্ট আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যয় অংশ গ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد